২০/৮/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একের পর এক অচলাবস্থার কবলে পড়ছে। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও শিবিরের দ্বন্দ্ব, দখলদায়িত্ব ও সংঘর্ষের জের ধরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাও এজন্য দায়ী। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লক্ষাধিক সাধারণ ছাত্রছাত্রী। তারা পরীক্ষা দিতে পারছে না। ক্লাস হচ্ছে না। সৃষ্টি হচ্ছে সেশনজট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুর মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী বিআইটি, পটুয়াখালী ও দিনাজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিএম কলেজ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল গত শনিবারও ধর্মঘট পালন করেছে। আজকেও তারা ধর্মঘট পালন করবে।

ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের পর পুনরায় সংঘর্ষ এড়াতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৫ জুলাই এবং ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদল কর্মীদের সংঘর্ষের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ২৯ জুলাই অনির্দিষ্টকালের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। পরে ক্যাম্পাসে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ৬ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ খুলে দেয়া হয়।

বছরের মাঝামাঝিতে পরীক্ষার মৌসুমে ধর্মঘট ও কর্তৃপক্ষ ঘোষিত বন্ধে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৯ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ৪৬টি বিভাগের ১১৫ পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রমতে, পুনরায় তারিখ নির্ধারণ করে এসব পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফল প্রকাশে ৬ মাসের সেশনজটের সৃষ্টি হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত ১১টি আবাসিক হল থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, বৈধ ছাত্রদের পুনর্বাসন, উপাচার্যের পদত্যাগসহ ৫ দফা দাবিতে ছাত্রদল গত ২৯ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘট পালন করে আসছে। ছাত্রদলের দেয়া শর্ত অনুসারে অচলাবস্থা নিরসনে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদল কর্মীদের হলে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এ সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রদল ধর্মঘট তুলে নিতে পারে। তবে হলে হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের সহাবস্থান ক্যাম্পাসকে সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন।

ছাত্রশিবির ১০ দফা দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শনিবার থেকে লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচি শুরু করেছে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে এখানে যে কোন সময় সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ডাকে ৬ আগস্ট থেকে ধর্মঘট চলছে। ছাত্রলীগ আজ সোমবার থেকে ক্লাস করবে বলে ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে ছাত্রদল এই কর্মসূচি প্রতিরোধ করার ঘোষণা দেয়ায় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার কারণ একটু ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক প্রতিপক্ষের হাতে গত ৪ আগস্ট নিহত হন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা গত ৮ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করায় প্রতিষ্ঠানটি অচল হয়ে পড়েছে। বরিশাল মেডিকেল কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে ৮ জন আহত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। একই কারণে রাজশাহী ও রংপুর মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী বিআইটি ও বরিশাল বিএম কলেজও বর্তমানে বন্ধ আছে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে ছাত্রদলের আন্দোলন বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ ২ আগস্ট থেকে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেন। দিনাজপুরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এই অচলাবস্থার জন্য দায়ী হলেও খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষকই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মাত্র দশভাগ ছাত্র প্রত্যক্ষ ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ছাত্ররাজনীতি হলেও ছাত্র সংশ্লিষ্ট অধিকার উপেক্ষা করে এসব ছাত্র সংগঠন মূল সংগঠনের স্বার্থে জাতীয় রাজনীতির ইস্যুতেই বেশি আন্দোলন করে থাকে। ১৯৯৮ সালে পরিচালিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে মত দিয়েছে, যেখানে অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্ররাজনীতির পক্ষে। যেই ছাত্ররাজনীতির কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিলম্বিত হয় তাদের সেই অতিরিক্ত সময় ও অর্থের দায়ভার কে নেবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ছাত্ররাজনীতিকে মূল রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন ও শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আহ্বানকেই আবার স্মরণ করা যেতে পারে।